তারিখ
পৃষ্ঠা ... কলাম

শিক্ষা বাজেট কেমন হবে

প্রফেসর ড. আবু হোসেন সিদ্দিক

উচ্চশিক্ষা এবং গবেষণা খাতে বাজেট এমন হওয়া উচিত, যাতে উচ্চশিক্ষা অর্জন এবং গবেষণার ক্ষেত্রে সব প্রতিবন্ধকতা দূরীভূত হয়। ছাত্রছাত্রী এবং গবেষকরা যেন তাদের অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জনের ক্ষেত্রে সবরকম সুযোগ-সুবিধা পেতে পারে। বাংলাদেশের মতো দরিদ্র দেশগুলোর জন্য এক্ষেত্রে সমস্যা হলো সম্পদের অপ্রতুলতা। যেখানে জীবন ধারণের অপরিহার্য জিনিসগুলোই সরবরাহ করতে এত সমস্যা, সেখানে শিক্ষা ও গবেষণায় আর কত বরাদ্দ করা যাবে! তাই এক্ষেত্রে বাজেট বরাদ্দ সবসময়ই কম থাকে। শিক্ষা অর্জন ও গবেষণার মাধ্যমে নতুন জ্ঞানার্জনের দ্বারা উন্নয়নের গতি বৃদ্ধি করা সম্ভব হয় না। তাই দরিদ্র দেশগুলো দরিদ্রই থেকে যায়। এই দুষ্টচক্র ভাঙতে হবে।

প্রফেসর ড. আবু হোসেন সিদ্দিক

আমাদের শিক্ষা এবং গবেষণায় পর্যাপ্ত বরাদ্দ দিতে হবে। প্রাথমিক পর্যায়ে সমস্যা হলেও পরে এর সুফল পাওয়া যাবে। বর্তমানে এশিয়ার অনেক দেশই এভাবে বিপুল অর্থনৈতিক উন্নয়ন অর্জন করছে। তারা প্রায় সবাই পাশ্চাত্যের উন্নত দেশগুলোর সমকক্ষ হয়ে উঠেছে। অনুন্নত দেশগুলোতে উপযুক্ত মানবসম্পদ পরিকল্পনার অভাবে শিক্ষাব্যবস্থার অনেক ক্ষেত্রেই ভুল বিনিয়োগ হয় এবং এর ফলে প্রয়োজনীয় শিক্ষা অর্জনে সম্পদের কম বিনিয়োগ এবং অপ্রয়োজনীয় শিক্ষাক্ষেত্রে বেশি বিনিয়োগ হয়ে থাকে। ফল স্বরূপ, সামাজিক ভারসাম্য বিঘ্নিত হয় এবং বেকার সমস্যার সৃষ্টি হয়। তবে এক্ষেত্রে একটি বিষয় অবশ্যই মনে রাখা দরকার, তাহলো উচ্চশিক্ষা এবং গবেষণাক্ষেত্রে ছাত্রছাত্রীদের অংশগ্রহণ হবে সীমিত এবং প্রয়োজনভিত্তিক। এটাকে সর্বজনীন শিক্ষার সঙ্গে গুলিয়ে ফেললে চলবে না। আমাদের দেশে এ ধরনের একটা ভুল ধারণা বিদ্যমান রয়েছে। অনেক ক্ষেত্রেই বলা হয়ে থাকে, উচ্চশিক্ষার অধিকার সবার। কিন্তু আমার মতে, এটা একেবারেই ভ্রান্ত একটা চিন্তা। এতে শুধুই সম্পদের এবং ছাত্রছাত্রীদের অমূল্য সময়ের অপচয় হয়ে থাকে। উচ্চশিক্ষা ও গবেষণা খাতের অর্থের জোগান শুধু সরকার দেবে না। এর একটা বড় অংশ আসা উচিত ছাত্রছাত্রীদের কাছ থেকে এবং বিভিন্ন অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান থেকে যারা এর মাধ্যমে উপকৃত হবে। এই সম্মিলিত অংশগ্রহণের ফলে উচ্চশিক্ষা ও গবেষণাক্ষেত্রে সম্পদের পর্যাপ্ততা অর্জন সম্ভব। আর তখনই শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রম ফলপ্রসূ এবং কার্যকর হবে। আমাদের দেশে আমরা শুধু সরকারি অনুদানের ওপর নির্ভর করে থাকি। গরিব দেশের সরকারি বাজেট হয় সীমিত, তাই কোনো গবেষণাই কার্যকর হয় না। এ অবস্থার পরিবর্তন করতে হবে।

শিক্ষা বাজেট হওয়া উচিত প্রয়োজনীয় মানবসম্পদ তৈরি করার জন্য সহায়ক এবং দেশের মানবসম্পদ পরিকল্পনার ভিত্তিতে সেই বাজেট প্রণীত হবে। দেশের সামগ্রিক জাতীয় আয়ের অন্তত পাঁচ শতাংশ শিক্ষাখাতে ব্যয় করা উচিত. এই ব্যয় বরাদ্দ প্রাথমিক ও গণশিক্ষা, মাধ্যমিক এবং উচ্চশিক্ষা ও গবেষণা খাতের মধ্যে যৌক্তিক ভিত্তিতে বিভাজন করতে হবে, যাতে করে দেশের প্রশাসনিক এবং অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালনার জন্য উপযুক্ত দক্ষতাসম্পন্ন এবং প্রয়োজনীয় সংখ্যক শ্রমশক্তির সরবরাহ নিশ্চিত করা যায়। আর এই পরিবেশ সৃষ্টির জন্য রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে মানবসম্পদ পরিকল্পনার প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা, বিশেষ করে মেয়েদের শিক্ষার ব্যাপারে অধিক যত্নবান হওয়া উচিত। এক্ষেত্রে কার্পণ্য করার কোনোই অবকাশ নেই। দেশের সামগ্রিক উন্নয়ন এবং গণসচেতনতা বৃদ্ধির জন্য এক্ষেত্রে আমাদের সবচেয়ে বেশি বাজেট বরাদ্দ দেয়া প্রয়োজন।

মোটকথা, শিক্ষা বাজেট হবে উপযুক্ত শ্রমশক্তি তৈরি করার জন্য সহায়ক এবং দেশের মানবসম্পদ পরিকল্পনার ভিত্তিতে সেই বাজেট প্রণীত হতে হবে। উচ্চশিক্ষার বাজেটও একইভাবে এর সঙ্গে সমন্বয় করা দরকার।

ট্রেজারার
জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা